ব্রি ধান৬৫

জাত পরিচিতিঃ	ব্রি ধান৬৫ এর কৌলিক সারি নং- **OM1490** । উক্ত কৌলিক সারিটি **OM606** এবং **IR44592-62-1-1-3** এর সংকরায়নের মাধ্যমে Vietnam এ প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ Vietnam হতে INGER- material হিসেবে IRRI থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোনা আউশ মৌসুমে ব্রি ধান৪৩ জাতের চাষাবাদ উপযোগী খরাপ্রবণ এলাকায় সরাসরি মাঠে বপনের জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
জাতের বৈশিষ্ঠ্যঃ	ব্রি ধান৬৫ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । ব্রি ধান৬৫ বোনা আউশ মৌসুমের উপযুক্ত খরা সহনশীল ধানের জাত। এ জাতের ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান৪৩ চেয়ে খাড়া। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬৫ হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান৪৩ এর থেকে ০.৫ টন/হে. বেশী। এ জাতের জীবনকাল ৮৮-১০৫ দিন এবং গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সে.মি.। এ ধানের চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে ।
এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাঃ	ব্রি ধান ৬৫ এর জীবনকাল ব্রি ধান৪৩ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম এবং গাছ তুলনামূলক ভাবে খাটো ও শক্ত হওয়ায় হেলে পড়ে না। ব্রি ধান৬৫ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও ধানের শীষ উপরে থাকায় ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয়। ধান ব্রি ধান৪৩ এর চেয়ে লম্বা ও চিকন ।
জীবনকালঃ	এ জাতের গড় জীবনকাল ৮৮-১০০ দিন।
ফলনঃ	উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬৫ চাষে হেক্টর প্রতি ৩.৫ - ৪.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।
চাষাবাদ পদ্ধতিঃ	এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোনা আউশ ধানের জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। বৃষ্টি হওয়ার পর ভাল করে জমি চাষ করে জমিতে আদ্রতা থাকা সাপেক্ষে এপ্রিল এর প্রথম থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করলে ফলন ভাল হয়। সারি থেকে সারির দুরত্ব ২৫ সে.মি ।
সার ব্যাবস্থাপনাঃ	সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী বোনা আউশ ধানের জাতের মতই (১৩০: ১০০: ৮০: ১০০: ১০ কেজি ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ জিংক সালফেট / হেক্টর)। সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং এমপি সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা বপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা দমনঃ	চারা গজানোর পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং সারিতে গাছ খুব ঘন হলে নিড়ানির সময় গাছ পাতলা করে দিতে হবে ।
সেচ ব্যবস্থাপনাঃ	থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি থাকলে ফলন ভাল হবে।
রোগবালাই দমনঃ	ব্রি ধান৬৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।
ফসল পাকা ও কাটাঃ	ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো জুলাই এর প্রথম থেকে শেষ সপ্তাহ।